

THE NEW HOUSE

BLADEFREGA



নতুন বাড়ি

THE FAMILY · 10

বিয়ের পরপরই তাঁরা ঠিক করলেন কোসেনৎসায় থাকবেন।

খাতায়-কলমে সেখানেই ছিল বাবার কর্মস্থল, আর Gillette কোম্পানির সব চিঠিপত্র আর মালপত্র সেখানেই পাঠাত।

মা তাঁর প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় ছিলেন।

সেই 1960-এর দশকে আগেভাগে কেউ জানতে পারত না বাচ্চা ছেলে না মেয়ে।

যে পরীক্ষাগুলো ছিল, সেগুলো শরীরে হস্তক্ষেপমূলক, ঝুঁকিপূর্ণ, আর যে শিশু তখনও জন্মায়নি, তাকে নিয়ে জুয়া খেলতে কেউ রাজি ছিল না।

হাহাহাহা।

এল 1963 সালের বড়দিন।

Gillette বাবার রেজেন্সা কালারিয়ায় বদলি মঞ্চেজুর করল।

মা খুশি হলেন।

তাঁর সন্তান জন্মাবে সেই জায়গায়, যেটা তিনি সবচেয়ে ভালো চিনতেন।

তাঁর শহর।

বাড়ির করিডরে করিডরে একটা রসিকতা ঘুরে বেড়াত:

“কী সর্বনাশই না হবে, যদি কেউ আমার বাচ্চার পরিচয়পত্র দেখে আবিষ্কার করে যে ও কোসেনৎসায় জন্মেছে। আমার আত্মীয়রা কী ভাববে?”

হাহাহাহা।

আমার দাদু-দিদিমার বাড়ি থেকে মাত্র দুশো মিটার দূরে তাঁরা একটা ফ্ল্যাট পেলেন।

স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মাত্র সতেরো বছরের মা কাছেই পরিবারের সাহায্য পাবেন।

দরকার পড়লে হয়তো কেউ বাচ্চাটাকে দেখাশোনায় হাত লাগাবে।

কিন্তু জীবন অন্য খেলা খেলবে বলে ঠিক করল।

মা আর মেয়ের সম্পর্কে আগে থেকেই চিড় ধরেছিল।

তাঁর বাবা বিশ্বাস করতেন, মারধর দিয়েই মানুষ করা যায়।

তাতে কখনও কাজ হয়নি।

একবারও না।

এমনকি পরে মা যখন নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর একই পদ্ধতি খাটানোর চেষ্টা করলেন, ফল হল হুবহু এক।

ব্যর্থতা।

তরুণী।

সুন্দরী।

নজরকাড়া।

আর আস্ত এক শয়তান।

সকালের জলখাবারের আগেই তিনি একশোটা মতলব ভেবে ফেলতে পারতেন, আর রাতের খাবারের আগে আরও একশোটা করে দেখাতে পারতেন।

কিন্তু তিনি ছিলেন আমার মা।

আমার দিদি তেরেসা জন্মাল 1964 সালের জানুয়ারিতে।

একটা মেয়ে।

কোনো আত্মীয় দেখতে ছুটে এল না।

বেশির ভাগ এল কয়েক সপ্তাহ পরে।

প্রায় যেন কারও শেষকৃত্য হয়ে গেছে।

দক্ষিণ ইতালির এক শহরের সংস্কৃতিটাই ছিল এমন, যেখানে মনে করা হত সমাজের আসল সম্পদ পুরুষেরা।

পুরুষজাতি।

সেই একই সমাজের আরও ষাট বছর লাগবে এটা আবিষ্কার করতে যে বাস্তব অন্যভাবে চলে।

হয়তো আমার সাহিত্যই প্রসঙ্গটা প্রথম তুলেছে।

সেটা বোঝা অবশ্য আলাদা ব্যাপার।

যাই হোক, তেরো মাস পরে এলাম আমি।

ফেব্রুয়ারি 1965।

আর হঠাৎই কোসেনৎসা আর আশপাশের প্রতিটি গ্রাম থেকে তিন জ্ঞানী পুরুষ এসে হাজির।

উৎসব।

পুরুষ উত্তরাধিকারী এসে গেছে।

বংশধারা চলতে থাকবে।

আমার বাবা ছিলেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ।

পরের আট বছরে অনায়াসে আরও দশটা ছেলেমেয়ে চলে আসতে পারত।

তার বদলে হল গর্ভপাত, একটার পর একটা।

বাবা কনডম পছন্দ করতেন না, কারণ তাঁর দাবি ছিল, ওতে তাঁর তাল কেটে যায়।

মা অন্য একটা পদ্ধতি পছন্দ করতেন।

তিনি ব্যবহার করতেন ক্রেডিট কার্ড।

সমস্যা মেটাতেন ডাক্তার।

এক বিকেলে মা গেলেন হেয়ারড্রেসারের দোকানে।

এ ধরনের জায়গায় যেমন সবসময় হয়, গোপন কথার আদানপ্রদান চলল।

কেউ একজন বলল, বাড়িওয়ালির ছেলের বিয়ে হতে চলেছে, আর ওরা আমাদের জায়গায় আরেকজন ভাড়াটে খুঁজছে।

মা অঙ্কে খুব পাকা ছিলেন।

বাড়ি ফিরে তিনি বাবাকে ডাকলেন, আর একটা সরল সমীকরণ পেশ করলেন।

“সাত দিনের মধ্যে একটা নতুন বাড়ি কেনো। আমরা চলে যাচ্ছি।”

বাবা মাসে মাত্র 750,000 লিরা রোজগার করতেন।

কিন্তু মায়ের একটা মনিহারি আর জামাকাপড়ের দোকান ছিল।

আমার ঠাকুরদাকে একটা ফোন, আর হঠাৎই টাকা যেন শূন্য থেকে হাজির হল।

দালাল বাবাকে একটা এবড়োখেবড়ো, আধা-তৈরি ফ্ল্যাট দেখাল।

মালিকেরা চাইছিল সত্তর লাখ লিরা।

বাবার অ্যাকাউন্টে ছিল ঠিক সত্তর লাখ লিরা।

এক লিরাও বেশি নয়।

এক লিরাও কম নয়।

তিনি কিনে ফেললেন।

ফ্ল্যাটটায় ভেতরের দেয়ালগুলো ছিল।

আর কিছু না।

পুরো তৈরি কোনো কাঠামো নেই।

ঠিকঠাক কোনো ব্যবস্থাও নেই।

মা তাঁকে খুন করতে চাইছিলেন।

“দরজা, জানালা আর বাথরুম ছাড়া কোন চুলোয় ঘুমোব আমরা?”

বাবা হাসলেন।

“আমি ফ্রেগা।”

“মে 1973-এর মধ্যেই আমরা নতুন বাড়িতে থাকব।”

1973 সালের মার্চে আরও দুজন ফ্রেগা এসে পড়ল।

যমজ।

বছ বছর পরে বাবা বলতেন:

“কিন্তু আমি তো সময়মতো বেরিয়ে এসেছিলাম। কোন চুলো দিয়ে ঢুকল ওরা?”

আর সবাই যখন হাসত, আমি প্রতিবার একই উত্তর দিতাম।

“সমস্যা কখনও ঢোকা নয়, বাবা। ওটা সহজ।”

“সমস্যা হল সময়মতো বেরোনো।”

“হয়তো তোমার তাল কেটে যাচ্ছে।”

“তোমার Bulova ঘড়িটা কয়েক সেকেন্ড স্লো চলছে।”

হাহাহাহা।

তিনি কখনও ব্যাংক থেকে ধার নেননি।

কোনো বন্ধক নয়।

কোনো লোন নয়।

বন্ধুরা আর যাঁরা তাঁকে চিনতেন, তাঁরাই ধার দিতেন।

আর তিনি কখনও কথার খেলাপ করেননি।

30 মে 1973-এ আমরা নতুন বাড়িতে উঠলাম।

বাড়ি বদলের বেশির ভাগ কাজ সামলালাম শুধু বাবা আর আমি।

দুদিন ধরে আসবাব বওয়ার পর, আট বছর বয়সী আমি একাই একটা ওয়াশিং মেশিন তিন তলা সিঁড়ি বেয়ে টেনে তুলে ফ্ল্যাটের ভেতরে নিয়ে গেলাম।

অবশেষে আমরা নিজেদের বাড়িতে।

কেউ আর কোনোদিন আমাদের তাড়িয়ে দেবে না।

অন্তত তত্ত্ব তো তা-ই বলত।

বহু বছর পরে আমার বাবা-মা মারা গেলেন, আর আমার এক ভাই কায়দা করে সবকিছু নিজের দখলে নিয়ে নিল।

তবে সেটা অন্য গল্প।

বিদায়, বাবা।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা

Gillette Man ✂️